Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০, সোমবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭

কর্মসংস্থান ও কাটোয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের দাবিতে পথে নামল যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর : বেকার যুবদের স্বপ্ন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, শালবনি শেষ হওয়ার পর কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থমকে গেছে। যা চালু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে উঠতো। পাল্টে যেত জেলার আর্থিক চালচিত্র। সে সম্ভাবণা ও ক্ষীণ হতে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক লাভালাভের দর কষাকষিতে। কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে প্রকল্প এলাকায় এখন কার্যত বন জঙ্গলে গরু চরছে।

আরেক স্বপ্নকে শেষ করার কেন্দ্র রাজ্যের ঘৃণ্য চক্রান্তর প্রতিবাদে প্রকল্পের কাছেই শ্রীখণ্ডে ডি ওয়াই এফ আই জেলা কমিটির ডাকে এক বিশাল সমাবেশ হয়। কর্মসংস্থানের দাবি ও কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের দাবিতে পূর্ব বর্ধমোন জেলার ৫টি পয়েন্ট থেকে বাইক মিছিল শ্রীখণ্ডে পৌঁছায়। হাজার হাজার যুবদের দৃপ্তকণ্ঠে কর্মসংস্থান চাই দাবির পাশাপাশি এলাকার কৃষক, খেতমজুররা দলে দলে যোগ দেন। জমিদাতাদের ক্ষোভের আগুন জ্বলছে আগে থেকেই। যুবকদের আন্দোলন সুযোগ এনে দিয়েছে এলাকার মানুষের কাছে। এমনই ক্ষোভের কথা জানালেন জমিদাতা রাখহরি ঘোষ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক সায়নদীপ মিত্র বলেন, বামফ্রন্টের স্বপ্ন একে একে শেষ করেছে এই ধাপ্পাবাজি সরকার। কাটোয়া প্রকল্প শেষ হওয়ার পথে। এখানে গরু চরছে। এই বন জঙ্গল সাফ করার আগে নবান্নের জঙ্গল সাফ করবো আগে। রাজ্যকে শ্মশানে

—এরপর চারের পাতায়

ভারত বনধ সর্বাত্মক

নিজস্ব সংবাদদাদা, ৮ ডিসেম্বর : মানুষমারা সর্বনাশা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে ৮ ডিসেম্বর এ রাজ্যে মানুষের সাড়া মিললো অভূতপূর্ব। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস থেকে জাতীয় সড়ক সবকিছু ছিল স্তব্ধ। বামপন্থী সংগঠনের কর্মীদের শীতের সকালে পিকেটিং ছিল নজরকাড়া। বেলা যত বেড়েছে সাধারণ মানুষ বন্ধের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সিপিআই(এম)-এর গলসী এরিয়া কমিটির নেতৃত্বে কর্মীরা পিকেটিং নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে পশ্চিমে এগিয়ে যান বুদবুদ এরিয়া কমিটির এলাকার গোলিগ্রামে। সেখানে দুই এরিয়া কমিটির কর্মীরা অবস্থান করেন রাস্তায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক সভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, জেলার অন্যতম নেতৃত্ব কমল সরকার প্রমুখ। মানকরের মানুষও বন্ধ সমর্থন করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বন্ধ থাকে পঞ্চায়েত অফিসেও।

কৃষকদের ডাকা ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে কালনা মহাকুমার বামপন্থী কর্মীরা মঙ্গলবার সারাদিন পথে রইলেন। কালনা শহরের কোথাও দোকানপাট খোলা থাকতে দেখা যায়নি।

মোদি সরকারের কৃষক মারা নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে ভেদিয়া, দিগ্নগর, বড়া চৌমাথা এবং গুসকরায় পথ অবরোধে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানাতে সামিল হয়েছিলেন আউসগ্রাম থানার কৃষক খেতমজুর সহ ছাত্র শ্রমিক যুব মহিলা ও শ্রমজীবী মানুষ।

বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীকে স্কুলের সংবর্ধনা

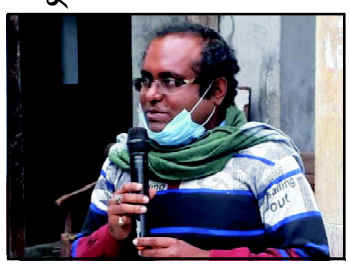

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ ডিসেম্বর : বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী ড. সঞ্জীব গাঙ্গুলীকে গতকাল প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সংবর্ধনা দিলো কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়। কালনা শহরের এই স্কুলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ। কালনার বাঘনাপাড়া গ্রামের ছাত্র ড. সঞ্জীব গাঙ্গুলী ১৯৯৯ সালে কালনা মহারাজা উচ্চবিদ্যালয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। পরে শিবপুর বি ই এস ইউ থেকে বি ই, যাদবপুর থেকে এম ই পরবর্তীতে খড়গপুর আই আই টি থেকে পিএইচডি করেন। বর্তমানে তিনি গোয়াহাটি আইআইটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারি অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। তার গবেষণার বিষয় হল—পাওয়ার সিস্টেম, সফট কম্পিউটার এবং পুনঃনবীকরণ যোগ্য শক্তি। খুব সম্প্রতি স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় তিনি জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন।

মৃদুল সেন ও স্বপন রায়কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত কমিউনিস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতা মৃদুল সেন এবং ব্যাঙ্ক কর্মী আন্দোলন ও গণআন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক স্বপন রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় আজ সর্বমঙ্গলা পার্কে। সভা প্রয়াত দুই নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ মহিলা নেত্রী পারুল ঘোষ, শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক তরুণ রায়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। বক্তারা বলেন, ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করতে চাইছে শাসক শ্রেণি। তাদের রুজি-রুটির সংগ্রামকে আড়াল করতে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। প্রয়াত মৃদুল সেন ও স্বপন রায় শ্রমজীবী মানুষের রুজি-রুটির সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের এ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং তাদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সি এম ও এইচ দপ্তরে ধর্না ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ ডিসেম্বর, বর্ধমান : করোনাকালে যাঁরা সামনের সারির যোদ্ধা তাঁদের স্বীকৃতি নেই সরকারের কাছে। না আছে চাকরির নিরাপত্তা, না আছে বেতন কাঠামো, না আছে বীমা। অথচ তাঁরা সরকারি স্থায়ী কর্মচারিদের থেকে বেশি কাজ করেছেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে করোনাকালে। তাঁরা মানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীরা। ৮ ডিসেম্বর সম কাজে সম বেতন, স্থায়ীকরণ, অবসরের সুবিধা সহ ৫ দফা দাবি নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও ধর্না দেন পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন জয়েন্ট এ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন বন্দোপাধ্যায় জানান, জেলাতে পুর ও পঞ্চায়েত মিলিয়ে ৯০০ জন স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীরা আছেন। রাজ্যে আছে ২০০০০ জন। যাঁরা ব্লক, পুর এলাকাতে ১৫ বছর নিরলসভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সমস্ত রাজ্যে সম কাজে সম বেতন চালু হয়েছে। অন্যান্য দপ্তরে ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের সুযোগ থাকলেও আমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই।

ডেপুটেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা,জেলা সম্পাদিকা পাপিয়া ব্যানার্জীর, জেলা সভাপতি ডাঃ দেবব্রত রায় সহ আরো অনেকে।

অস্থায়ী কলেজ কর্মচারীদের অবস্থান-বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ডিসেম্বর : কালনা কলেজের অস্থায়ী কর্মচারীরা তাদের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন। আজ ছিল তার পঞ্চম দিন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িজ সমিতির কালনা কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে এই অবস্থান চলছে। সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তপন দাস জানান—তাদের দাবিগুলো হলো স্থায়ীকরণ করে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার প্রতিশ্রুতি। তিনি আরো বলেন—রাজ্যের অন্যান্য কলেজ গুলিতেও এই আন্দোলন চলছে।

কার স্বার্থে কেন্দ্রের কৃষি আইন?

বিশেষ প্রতিবেদন : মোদী নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ সরকার যে কৃষি বিল পাশ করিয়েছে তা নাকি কৃষকদের স্বার্থে। কিন্তু সত্যটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিল পাশ হয়েছে আদানি-আম্বানি সহ কর্পোরেট দানবদের স্বার্থে। ভারতের কৃষিদ্রব্যের বিপুল বাজার তাদের হাতে সমর্পণ করার লক্ষ্যে। এই বাজার দখলের তাদের কিছু আইনি সমস্যা ও সরকারি বাধা ছিল। সেই সমস্যা ও বাধাগুলি দূর করে তাদের লাগামহীন মুনাফা অর্জনের পথ খুলে দেওয়াই এই আইনের আসল উদ্দেশ্য। এবার দেখা যাক, এই আইন কর্পোরেট-স্বার্থের কোন কোন সমস্যার কী কী সমাধানের পথ সুনিশ্চিত করছে।

সমস্যা-১

বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয়ের বিভিন্নরকম নিয়ম-কানুন চালু ছিল। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ম-কানুনের ও ট্যাক্সের এই বিভিন্নতা কর্পোরেটদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ছিল।

মোদিজীর সমাধান :

রাজ্যের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কর্পোরটদের স্বার্থরক্ষায় সারা দেশে অভিন্ন আইন প্রণয়ন। ফলে কর্পোরেটেরা বেজায় খুশি।

সমস্যা-২

কর্পোরটদের প্রয়োজন শস্য কিনে মজুত করা। কিন্তু 'অত্যাবশ্যক পণ্য আইন' দীর্ঘকাল ধরে শস্য মজুত করার পথ বন্ধ করে রেখেছে, কেননা তা বাজারে শস্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়।

মোদিজীর সমাধান :

খাদ্যশস্য আর 'অত্যাবশ্যক পণ্য আইন'-এর আওতায় না থাকলে, উচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সুদীর্ঘকাল তা মজুত রাখা যাবে। ফলে কর্পোরেটেরা বেজায় খুশি।

সমস্যা-৩

কৃষকরা কী ধরনের শস্য বপন করবে বা করতে পারে তা নির্ধারণ করা কঠিন ছিল।

মোদিজীর সমাধান :

চুক্তিভিত্তিক চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, যাতে কর্পোরেটেরাই ঠিক করে দেবে তারা কী চাষ করবে। ফলে কর্পোরেটেরা বেজায় খুশি।

সমস্যা-৪

কৃষকদের সাথে বোঝাপড়ায় কোনো ত্রুটির ফলে কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে যদি মামলা করা হয়, তা হলে কীভাবে তার মোকাবিলা করবে?

মোদিজীর সমাধান :

কৃষকরা আদালতে যেতে পারবে না। তারা কেবলমাত্র এস ডি এম ও ডি সি-র কাছে আবেদন করতে পারবে। ফলে কর্পোরেটেরা বেজায় খুশি, কেননা এসব স্থানে ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে তাদের চেয়ে ভালো কে আর জানে।

হায়, এ সবই নাকি কৃষকদের স্বার্থে!

কৃষি আইনের সুফলভোগী কর্পোরেট সংস্থাগুলির তালিকা :

রিলায়েন্স রিটেইল লিমিটেড
রিলায়েন্স ফ্রেস লিমিটেড
রিলায়েন্স ডেয়ারি ফুডস লিমিটেড
রিলায়েন্স হাইপারমার্ট লিমিটেড
রিলায়েন্স ইন্টিগ্রেটেড এগ্রি সলিউসনস লিমিটেড
রিলায়েন্স এফ এন্ড বি সার্ভিসেস লিমিটেড
রিলায়েন্স এগ্রি প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড
ডিলাইট প্রোটিনস লিমিটেড
আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড
আদানি উইলমার লিমিটেড
আদানি এগ্রি-লজিস্টিকস লিমিটেড

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৪ ডিসেম্বর, ২০২০

নতুন যুগের ভোর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে গত শতকের ন'-এর দশক থেকে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, অসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অভাব ও বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন—এসবই হল ফ্যাসিবাদের চরিত্রলক্ষণ। এর সাথে যুক্ত হয় গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার ও প্রচারমাধ্যমের অপব্যবহার। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে অক্সিজেন জোগাতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতেই হবে এবং আধিপত্য কায়েম করতে হবে। ট্রাম্প থেকে বোলসোনারো, মোদী থেকে মমতা সবাই তাই কখনো বর্ণবিদ্বেষ, কখনো জাত-ধর্ম বিদ্বেষকে অর্থাৎ পরিচিতি সত্তাকে মূলধন করে মানুষকে বিভাজিত করে গদিতে টিকে থাকতে চেয়েছে। নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে পোস্টট্রুথের জমানায় মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে চেয়েছে। মানুষ যাতে ন্যায়বিচার না পায় তাই হিটলারীয় কায়দায় বিচারবিভাগকেও শক্তির তাঁবেদার বানাতে চেয়েছে। এইসব শাসকের একনিষ্ঠ অনুগামী এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বিরোধী কণ্ঠস্বর রুখতে, মিডিয়াকে কব্জা করে মিথ্যাপ্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, এমনকী বিচারবিভাগীয় চেতাবনী উপেক্ষা করে প্রশাসনিক নৈরাজ্য কায়েম করতে তৎপর হয়েছেন তাঁর প্রায় দশ বছরের শাসনকালে।

কিন্তু সংখ্যালঘুর আধিপত্য পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো শেষ কথা বলেনি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ট্রাম্প নির্বাচনে হেরেছেন। এ ধরনের শাসকরা যেমন হয়, হেরেও তিনি হার স্বীকার করতে চাননি। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে আদালতে আদালতে ঘুরছেন, যদিও আদালত মানুষের জয়কে পাল্টে দেবার সাহস দেখায়নি। মোদীর নামজপ করে বিহারে ভোট হয়েছে, কিন্তু তাতেও নীতিশকুমার-মোদীর নৈতিক পরাজয় হয়েছে, কারণ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ভোটের শতাংশ অনেক কমেছে। পক্ষান্তরে ফ্যাসিবাদ যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সেই বামপন্থীরা মানুষের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন। মেহনতি মানুষের দাবি নিয়ে ২৬ নভেম্বর ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন পেয়েছে। মোদীর কৃষি-আইন বাতিলের দাবিতে পথে নেমেছেন কৃষকরা—দিল্লি অবরুদ্ধ হয়েছে। শাসক ঢোঁক গিলে আইনে সংশোধন আনতে চেয়েছে। কিন্তু আইন বাতিলের দাবিতে অনড় কৃষকরা ৮ ডিসেম্বর ভারতব্যাপী হরতাল ডেকেছেন, তাতে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে আমজনতা। দেশে দেশে শাসকের রক্তচক্ষু আর দমাতে পারছে না সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিককে। এ রাজ্যেও পরিবর্তনের হাল দেখে তিতিবিরক্ত মানুষ পুলিশের সন্ত্রাস আর নেতাদের ধাপ্পাবাজি মেনে নিতে চাইছে না। কেন দিদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভোট, মেয়াদ ফুরানো পৌরসভায় পুরভোট করছেন না, সে প্রশ্ন তুলছে।

গণতন্ত্রের সঠিক চর্চাই ফ্যাসিবাদী আস্ফালনে লাগাম টানতে পারে, কারণ শেষ বিচারে ফ্যাসিবাদে ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের হাতে থাকে, গণতন্ত্রে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে। বাম শক্তিকে তাই গণতন্ত্রের প্রকৃত রক্ষক হয়েই ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করতে হবে। এবং সে কাজে প্রথম যেটা দরকার, বিরুদ্ধে গেলেও মানুষের মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার মানসিকতা আর শ্রেণি পরিচিতির আবশ্যিকতা মানুষের চেতনায় এনে দেওয়া। শ্রেণি পরিচিতি মানুষকে সংকীর্ণ বর্ণ-ধর্ম পরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য যেমন করে তেমনি এই পরিচিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে এক বন্ধনীতে নিয়ে আসে—ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেটা বিশেষভাবে জরুরি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. এভারেস্ট শৃঙ্গের বর্তমানে উচ্চতা কত? চীন এবং নেপাল কবে এই উচ্চতার কথা ঘোষণা করে?
২. এভারেস্ট শৃঙ্গের নাম নেপাল কি দিয়েছে? চীনের তিব্বতীরা কি নামে ডাকে?
৩. কত সালে কোন দেশের কে প্রথম কোন সালে এভারেস্টের শৃঙ্গে উচ্চতা মাপেন? তখন উচ্চতা কত ছিল?
৪. বিশ্বের কোন দেশে সরকারিভাবে করোনা ভ্যাকসিন শুরু হয়? কবে কে এই টিকা নেন? এই টিকার আবিষ্কর্তা কে কে? কোন সংস্থা তাঁদের? তাঁরা কোথায় কর্মরত?
৫. ধনীদের 'করোনা কর' কোন দেশ প্রথম চালু করেছে? কবে থেকে?
৬. স্যার আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের ইচ্ছানুযায়ী নোবেল পুরস্কার প্রথম কবে দেওয়া শুরু হয়? কোন কোন বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল?
৭. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া কোন সালে শুরু হয়? কারা এই পুরস্কারের টাকা দেয়?
৮. স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল নিজ হাতে নোবেল পুরস্কারের জন্য উইল কবে করেছিলেন?
৯. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান? কে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন?
১০. কোন কোন নোবেল পুরস্কার জয়ী মনীষী নোবেল পুরস্কারের দিন (১০ ডিসেম্বর) জন্মান?
১১. স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন (লোকসভা ও বিধানসভা) কবে শুরু হয়েছিল? কতদিন চলেছিল? তখন নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
১২. চীনের করোনা অতিমারির খবর বিশ্বজুড়ে প্রথম কবে ছড়িয়ে পড়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

প্রয়াত কৃষক নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল স্মরণে

রেজাকদা 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'

সেখ সাইদুল হক

রেজাকদা, তুমি আমাদের মাঝে আর নেই। কিন্তু তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম। গ্রাম গঞ্জে মাঠে ময়দানে যখন কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়বে, গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে মুখরিত হবে গলিপথ থেকে রাজপথ, তখন তুমি থাকবে অনুপ্রেরণার বার্তা নিয়ে। আমাদের হৃদয়ে অনুরণিত হবে, ''হে সখা, মম হৃদয়ে রহ।''

আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল। এটা ছিল সরকারি নাম। ও নামে কয়জনই বা ডেকেছে! বড়রা বলতেন রেজাক। আমরা যারা ওঁর থেকে ছোট তারা বলতাম রেজাকদা। সমবয়সীরা বলত রেজাক। অবশ্য আমি বলতাম 'হিটু' ভাই। হিটু ছিল ওর ডাক নাম। পারাজ এলাকায় হিটু নামেই পরিচিত। আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। ১৯৬৪ সালে যখন পাশের গ্রাম জাগুলীপাড়া হতে পারাজ হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম তখন ও ওই স্কুলের ও নবম শ্রেণির ছাত্র। আগের অষ্টম পর্যন্ত পড়াশুনা রামগোপালপুর হাই স্কুলে। ওঁর এক ভাই আমার সহপাঠী আবার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। তখন থেকেই ওদের বাড়িতে যাতায়াত। সেই যে হিটুভাই বললাম, সেটাই থেকে গেল।

ধনী কৃষক পরিবারের সন্তান। বাবা বর্ধমান কোর্টের মুহুরী ছিলেন। পারিবারিক ধান ব্যবসাও ছিল। কাকা ছিলেন পুরানো পঞ্চায়েত ও স্কুল পরিচালন সমিতির একজন কর্মকর্তা। কংগ্রেসি ঘরানার পরিবার। গুসকরা কলেজে পড়তে গিয়ে জাহেদিদার হাত ধরে ওই পরিবারের ছেলে হয়ে গেল বি.পি.এস.এফের নেতা, কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। সেই সূত্রেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা নিরুপমদা, মদনদার সঙ্গে। তখন বি.পি.এস.এফ হয়েছে এস.এফ.আই। ছাত্র আন্দোলনের তরঙ্গ পথেই হয়ে গেল এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক। ওঁর বন্ধু আসানসোলের গৌতম রায়চৌধুরী সভাপতি আর ভ্রাতৃপ্রতিম অমল হালদার যুগ্ম-সম্পাদক। কলেজ হতে বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর কলকাতা হতে আইনের স্নাতক। বর্ধমান কোর্ট মাদাসর হোসেনের জুনিয়র হিসাবে নাম নথিভুক্ত করলো। তখন আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস চলছে। রেজাকদা পারাজ হতে বর্ধমান কোর্ট। আর অন্য সময়ে পারিবারিক ব্যবসা ধানের আড়তে বসত। প্রকাশ্য পরিসরে তখন পার্টির কাজের সুযোগ ছিল না। আমরা তখন রাজ কলেজে পড়ি। রামগোপালপুর অঞ্চল এলাকায় ওই স্কুলের শিক্ষক দুর্গাদার (দুর্গাদাস ব্যানার্জী) নেতৃত্বে খেতমজুর আন্দোলন করছি। দুর্গাদাস পরে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেলে চলে গেলে আমরা ওনার সঙ্গ ছেড়ে কৃষকসভায়। ১৯৭৫ সালে। তখন কলেজ জীবন শেষ করেছি। কেষ্টদার (কৃষ্ণচন্দ্র হালদার) সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। একদিন কেষ্টদা মদনদা (রায়), প্রতুলদা (রায়) আমাদের গ্রামে এলেন। কেষ্টদা বললেন, আমাদের গ্রামে বুদবুদ থানা কৃষকসভার সম্মেলন করতে হবে। নিরুপমদা তখন বুদবুদে আত্মগোপনে ছিলেন। উনিও এলেন। প্রতুলদাকে বললেন রেজ্জাকের সাথে যোগাযোগ করুন। ওকে দায়িত্ব দিয়ে কাজে নামান। হিটুভাই-এর সাথে আমরা যোগাযোগ করলাম। প্রথমে একটু দ্বিধা দেখালেও পরে পূর্ণ উদ্যোমে নেমে পড়লো। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দুমাস আগে আমার গ্রামে প্রকাশ্যেই লালঝাণ্ডা লাগিয়ে থানা কৃষকসভার সম্মেলন হলো। সৈয়দের (রিনু)-র বাবা সাহাদৎ হোসেন এবং করিম মোল্লা আমাদের গ্রামের সন্তান, ওরা লাল ঝাণ্ডার ভিত্তি আগেই এলাকায় গড়ে তুলেছিলেন। রেজাকদা সহ আমরাও যুক্ত হলাম। ১৯৭৭ সাল। আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের অবসান হলো। ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ঘটল। ওই বছর জুন মাসে বিধানসভা ভোটের মাধ্যমে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলো। তখন পার্টির বুদবুদ লোকাল কমিটি দেখতেন নিরুপমদা ও রথীনদা (রায়)। বড় এল.সি ছিল। দুর্গাপুরের মুচিপাড়া থেকে গলসীর গলিগ্রাম পর্যন্ত। বুদবুদে অফিস। নিরুপমদা বললেন কৃষক আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হবে। পারাজ অঞ্চল কৃষকসভা তৈরি হলো। আমি সম্পাদক, রেজাকদা সভাপতি। শুরু হলো জমি ও মজুরির আন্দোলন। ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে রেজাকদা জেলা পরিষদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হলো। ১৯৮০ সালে পারাজ অঞ্চলের শিহিগ্রামে আমাদের নেতৃত্বে শুরু হলো খাস বেনামি জমি দখলের আন্দোলন। তখন ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় এসেছেন। জোতদাররা সংগঠিত হয়ে ওই আন্দোলনে গুলি চালালো। রবি বাগদী শহিদের মৃত্যুবরণ করলেন। পরদিন বিরাট জমায়েত, বিনয়দা, রামনারায়ণদা ও নিরুপমদা এলেন। সব জমি দখল হলো। ১৯৮১-তে পারাজেই অবিভক্ত বুদবুদ এল.সি সম্মেলন হলো। রেজাকদা, আমি সহ আমরা নতুন পাঁচজন এল.সি-তে যুক্ত হলাম। রেজাকদা ওকালতি ছেড়ে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেলেন। বুদবুদ এল.সি ভেঙে গলসী-১ এল.সি হলো। রেজাকদা হলো সম্পাদক। গলসী-১ থানা কৃষক সভা গঠিত হলো। আমি সম্পাদক, রেজাকদা সভাপতি। অফিস হলো পারাজে। নিরুপমদা উদ্বোধন করলেন।

আস্তে আস্তে রেজাকদার কাজের পরিধি বাড়ল। জোনাল কমিটি গঠিত হলে আমরা দুজনেই সদস্য হলাম। গলসীতে অফিস হলো। আমি তখন গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি। বুদবুদে অফিস। মেদনীপুর কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে মানকর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছি। তাই বুদবুদে বেশি থাকতে হতো। আর রেজাকদা গলসী জোনাল অফিসে বেশি সময় দিত। ওখানে রিনু (সৈয়দ) ক্ষুদিরামদা বসতেন। মদনদা, ক্ষুদিরামদা পরে মদনদা প্রয়াত হলে রেজাকদা জোনাল সম্পাদক ও পার্টির জেলা কমিটির সদস্য হলেন। কৃষক আন্দোলনে জেলার সহ-সম্পাদক। অমলদা (হালদার) সম্পাদক, অচিন্ত্যদা (মল্লিক) সভাপতি। কৃষক আন্দোলনে রেজাকদার কাজের পরিধি গলসী হতে ক্রমে ক্রমে জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। রেজাকদা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হলেন। কালুদার (কালাচাঁদ নাথ) অকাল প্রয়াণে রেজাকদা অবিভক্ত জেলা কৃষকসভার সম্পাদক হয়ে জেলা জুড়ে কাজ করতে লাগলেন। গলসী হতে ওর কাজের ক্ষেত্র চলে গেল পার্টির জেলা কেন্দ্রে। রাজ্য কৃষকসভার কাজেও কিছুটা যুক্ত হয়ে পড়লেন। কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ এবং 'আওয়াজ' মঞ্চ গঠনেও জেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গলসীতে কলেজ নির্মাণে ওঁর সক্রিয় উদ্যোগ ছিল।

রেজাকদা ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। প্রতিদিন শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম সকালে পারাজ থেকে বেরিয়ে ৩২ কিমি দূরে জেলা পার্টি অফিস। নানা কর্মসূচি সেরে অনেক রাত্রে ফেরা। পার্টিগতভাবে গলসী এলাকা ছাড়াও খণ্ডঘোষ, রায়না এলাকা প্রথম দিকে দেখতেন। পরে মঙ্গলকোট কেতুগ্রাম এলাকায় যুক্ত হলেন। রেজাকদার সাহস ছিল প্রশংসা করার মতো। ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুরষাতে আমাদের প্রার্থী ও গণনা এজেন্ট ও নির্বাচন কর্মীদের আটকে রাখলো। ছয়টা সিটের ২টি সিটে ওখানে আমরা ২ এবং ৩ ভোটে জিতলাম। এতে পঞ্চায়েত গঠনের জয় পরাজয় নির্ভর করছিল। জোর করে আটক করা হলো। আমি তখন রামগোপালপুরে। রাত ১০টায় ফোনে রেজাকদা বলল চলে এসো, ওখানে যাব। ওর স্কুটারে চেপে পুরষা। আমরা সারারাত প্রায় ওখানে জি.টি রোডের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। পুনঃগণনাতেও জিতলাম। ১৯৯২ সালে রাইপুরে জমির আন্দোলন তুঙ্গে। স্বপন, আমি মহবুব ওখানে মিছিল নিয়ে ঢুকলাম। গুলি চলল। আঙুরা বিবি নিহত হলেন। রেজাকদা শুনেই চলে এলেন। আমরা প্রতিরোধ করলাম। জোতদার বাহিনী পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার গ্রামে মদনদা, সমরদা (বাওরা) ও সদ্য নির্বাচিত ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ইন্দ্রিস মণ্ডল চলে এলেন।

শেষের দিকে রেজাকদার নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিল। সুগার ছিল। তার সাথে কিডনির সমস্যা যুক্ত হলো। ডায়ালেসিস শুরু হয়েছিল। বৌদিরও দুবছর ধরে ডায়ালেসিস চলছে। ফলে মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছিলেন। আমরা প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর করতাম। জেলা পার্টি নিয়মিত খোঁজ নিত, প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করত। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হলেন। তারপর ৭৩ বছর বয়সে চলে গেলেন। ওঁর মৃত্যু জেলা পার্টির কাছে বড় ক্ষতি। পরিবার-পরিজনদের জানাই সমবেদনা। কমরেড রেজাকদা লাল সেলাম। কমরেড রেজাকদা অমর রহে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

অনলাইন শিক্ষা : অনুপূরক না পরিপূরক

সুকৃতি ঘোষাল

করোনার দাপট পৃথিবীর আর্থিক কাঠামোগুলো যেমন ধসিয়ে দিয়েছে প্রায় একইভাবে প্রভাব ফেলেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। ১৫ মার্চ ২০২০ এ রাজ্যে করোনাতঙ্কে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হল। ২৫ মার্চ থেকে শুরু লকডাউন। বিপর্যয় মোকাবিলার এই পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাথমিকভাবে খুব উদ্বিগ্ন হয়নি। জীবন শিক্ষার থেকে বেশি মূল্যবান এই বোধ থেকেই এই অনভ্যস্ত গৃহবন্দিত্ব সকলে মেনেই নিয়েছিল। কিন্তু লকডাউন যত দীর্ঘায়িত হয়েছে, কোভিড-১৯-এর অবসান বা ভ্যাকসিনের আবিষ্কার যত অনিশ্চিত হয়েছে, মানুষ তত বুঝতে পেরেছে 'জীবন' মানে শুধু টিকে থাকা নয়; শিক্ষা, কাজকর্ম, বিনোদন, সামাজিক অনুষ্ঠান সব নিয়েই জীবন। লকডাউন যেহেতু কাটেনি তখনো, অথচ বহুমাত্রিক জীবনে ফেরার চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে অনলাইন পড়াশোনার উদ্যোগ। বেসরকারি ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা ও আয়োজন বেশি, অনলাইন পড়াশোনার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢিমেতালে চলছে এই পড়াশোনা। পরিতাপযোগ্য হলেও সত্যি, সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন যুগিয়েই খালাস—প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও তাদের যে শিক্ষাদান করতে হবে এ বিষয়ে কোনো সরকারি আদেশ বের হয়নি। যেটুকু করছেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের উদ্যোগেই করছেন। সরকারি মৌনতা যেমন নিন্দার্হ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের স্বতঃপ্রণোদন তেমনই অভিনন্দনযোগ্য। এর মধ্যে যেটুকু লজ্জার তা হল নির্দেশনামা না থাকায় সকলে সমানভাবে অনলাইন পাঠদানে যুক্ত হননি।

অনলাইন পাঠদানের এই বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি ও সমালোচনার অবকাশ প্রচুর। অনলাইন ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটার অনেক শিক্ষার্থীর নেই। স্কুল স্তরে হয়তো বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর নেই। শুধু সেট থাকলে হবে না, নেট থাকতে হবে এবং তা ব্যয়সাপেক্ষ। শিক্ষার্থী খুব কম বয়সী হলে বা খুবই বয়স্ক শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্দিষ্ট সরঞ্জামটি ব্যবহারে পারঙ্গম না হতেই পারেন। বিদ্যুৎ বা নেটওয়ার্ক সমস্যা তো গ্রামাঞ্চলে খুবই বেশি। ফলে এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রাম-শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে দেয়, এটাও বাস্তব। সরঞ্জাম ও সুযোগজনিত বৈষম্য যদি বাদও দিই, এই সিস্টেমের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অনলাইন ক্লাসের নামে অনেকে ইন্টারনেট থেকে একটা পি.ডি.এফ ফাইল ডাউনলোড করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দায় সারছেন। সেটা তো ফাঁকিবাজি, তাই আলোচনায় বাদ রাখছি। বক্তৃতা-ভিত্তিক ক্লাস যদি বা চলে, প্রায়োগিক জ্ঞান বা হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অনলাইনে করা, অন্তত কিছু বিষয়ে প্রায় অসম্ভব। অণুজীববিদ্যা বা রসায়ণ বা উদ্ভিদবিদ্যার ল্যাবরেটরিওয়ার্ক অনলাইনে সম্ভব নয়। একই কথা খাটে প্রফেসনাল কোর্সের নানা বিষয়ে। ফোনে শুনে কি সেলাই মেশিন চালানো, নাচের মুদ্রা আয়ত্ত করা সম্ভব? তবে অনলাইন ক্লাসের সবচাইতে অসুবিধার দিক—একমুখী শিক্ষণপদ্ধতি। শিক্ষক-ছাত্রের প্রশ্নোত্তরের সুযোগ কম, কারণ জুম বা গুগল মিটে একাধিক কণ্ঠ একসাথে সরব হলে শুধু আওয়াজ হয়, কেউ কিছু শুনতে পায় না। তবে তার থেকেও বড় অসুবিধা আছে। অবাঞ্ছিত গর্জন এড়াতে ক্লাসে ভিডিও বন্ধ রাখতে হয়। তাই কেউ ক্লাসে 'জয়েন' করে পড়া না শুনে অন্যকিছু করছে কিনা ধরার উপায় নেই। তাছাড়া সজীব ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখ দেখে সে কতটা বুঝেছে আন্দাজ করতে পারেন। কোনো আলোচনা সবাই ঠিক না বুঝলে তিনি প্রয়োজনে আবার বোঝান। অনলাইনে যেহেতু শিক্ষার্থী অধিকাংশ সময়েই অদৃশ্য থাকে, তার মুখ দেখে পাঠের প্রয়োজনীয়

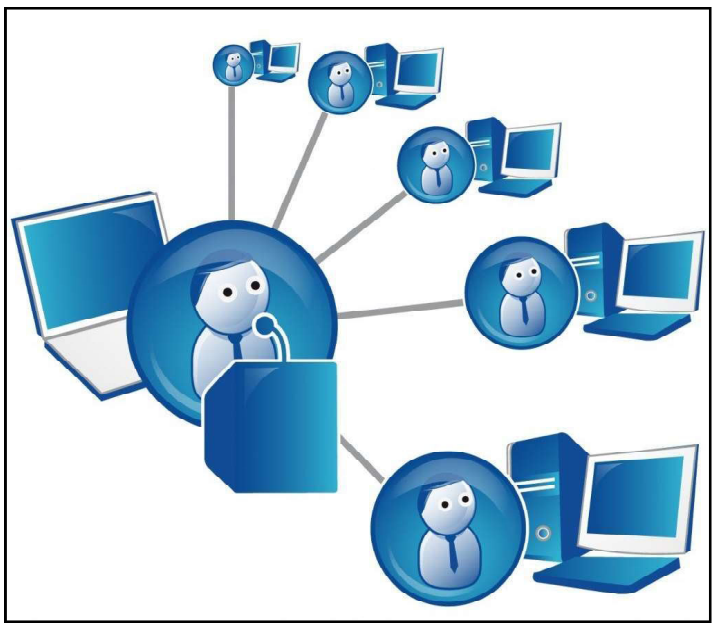

পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। অক্সফোর্ড, হাভার্ড, জে.এন.ইউ-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানে নানা দেশের ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে, সেখানে অন্য এক সমস্যা খুব প্রকট। যেহেতু হস্টেল বন্ধ এবং শিক্ষার্থীরা নিজের দেশে ফিরে গেছে, শিক্ষককে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সময়কে মান্যতা দিয়ে ক্লাস নিতে হয়। একই শ্রেণিতে যদি সিঙ্গাপুর আর সুদানের শিক্ষার্থী থাকে, দিনরাতের সময়ের ফারাকে শিক্ষকের পক্ষে তাদের এক সেশনে পড়ানো অসম্ভব।

এত খামতি সত্ত্বেও অনলাইন ক্লাস শুধু বিকল্প নয়, জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর অনেক কারণ আছে, অনলাইনে ক্লাস অনেক নমনীয়। অসুবিধা থাকলে অনলাইনে ক্লাস এ্যাডজাস্ট করা যায়। শিক্ষার্থীর সম্মতিসাপেক্ষে বুধের ক্লাস রবিবার, সকালের ক্লাস সন্ধ্যায় নিলে ক্ষতি নেই। এতে ক্লাস নষ্টের সম্ভাবনা কমে। অনলাইনে যেহেতু সবকিছুরই ডিজিট্যাল রেকর্ড থাকে, এখানে রোল-কলিং-এর ঝক্কি কম ও সেই সময়টা অপচয় হয় না। আর একটা বড় সুবিধা হল, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলেও স্থানাভাবের সমস্যা তেমন নেই, তেমনি বড় হলের পেছনের বেঞ্চের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকের গলা না শুনতে পাবার মতো কোনো সমস্যা এখানে নেই। শিক্ষক ক্ষীণকণ্ঠ হলেও প্রত্যেকে যেহেতু নিজের যন্ত্রে শুনছে, সবাই সমান স্পষ্টভাবেই তাঁর গলা শুনতে পাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় পাঠ রেকর্ড করলে সেটা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থেকে যায়। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কেউ সেই ক্লাসের শিক্ষণীয় বিষয়টি শুনে ঝালিয়ে নিতে পারে। এটা শেয়ার করা যায়, অবশ্য অনুমতিসাপেক্ষে। অর্থাৎ আমি বর্ধমানের কলেজের ছাত্র হয়েও প্রেসিডেন্সি কলেজের বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিষয়ের পাঠ শুনে শিখতে পারি। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বা দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা/মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়টির চর্চা করার স্থান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের চর্চা সভার প্রাতিষ্ঠানিক নাম সেমিনার বা কনফারেন্স। লকডাউনের আগে এই ধরনের আলোচনাসভার আয়োজন ছিল বেশ ব্যববহুল, বিশেষ করে তা যদি হতো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের। অনলাইন ব্যবস্থায় এই ধরনের চর্চাসভার আয়োজন, নাম পাল্টে যা বর্তমানে ওয়েবিনার (Web+Seminar জোড়কলম শব্দ), সহজ হয়ে গেছে। যিনি আলোচনায় বক্তৃতা দেবেন বা যিনি শুনবেন তাঁদের বহু ব্যয় করে, বহু সময় ধরে বাইরে গিয়ে ওয়েবিনারে অংশ নিতে হচ্ছে না। ফলে সময়, অর্থ বাঁচছে, ঝক্কি কমছে। এর ফলে স্বল্প আয়াসে অন্যের অনুদান-নির্ভর না হয়েও এমনকি প্রান্তিক অবস্থানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও অনেক অ-প্রথাগত বিষয়ের সফল চর্চা করতে সক্ষম হচ্ছে।

অনলাইন শিক্ষায় সমাজ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ফেরানো যায় না, তাই আগামী দিনে এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু অনলাইন শিক্ষাকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প নয়, অনুপূরক হিসেবেই দেখা দরকার। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আরো বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আরো বেশি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে আরো বেশি আর্থিক দায় নিতে হবে। অনলাইনে বা ভারচুয়াল ক্লাসরুমে রেকর্ডিং করে একটা পাঠ সহস্র জায়গায় ব্যবহার করলে সে দায় থাকে না। অতএব আর্থিক দায় ঝেড়ে ফেলতে সরকার এই ব্যবস্থাকেই স্বাগত জানাবে। এটিই আবার অধিক মুনাফার উৎস বলে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান অনলাইন ব্যবস্থার দিকে বেশি ঝুঁকতে চাইবে। কিন্তু স্কুল বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই অনলাইন ব্যবস্থাকে অফলাইনের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাওয়া বড় ভুল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্য থেকে অনেক কিছু শেখে, তাদের ব্যক্তিত্ব নির্মিত হয়। অনলাইনে শুধু পাঠ্য বিষয়ের আলোচনায় সে শিক্ষা সম্ভব নয়। আর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা আড্ডা, আলাপচারিতা থেকে যৌথ জীবনের, যৌথ প্রতিবাদের পাঠ নেয়। অনলাইনে সে সুযোগ নেই। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে পাঠগ্রহণের মধ্যে যেমন ব্যক্তি থেকে সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়, অনলাইনে সেটা হয় না। তাই অনুপূরককে পরিপূরক ভাবা মস্ত ভুল।

কোনখানে রাখব প্রণাম

পঙ্কজ পাঠক

এক একজন চলে যান, তবু রয়ে যান। স্মৃতিকে মুছে ফেলা কি যায়! কারণ ভালোবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে দীর্ঘসময় ধরে, জড়িয়েছে লতাগুল্মের মতো আমাকে অন্যকে। মৃত্যু এভাবেই হার মানে, বেঁচে থাকেন হৃদয়ে, মননে, স্মৃতিতে।

গত বছর ১৮ ডিসেম্বর বড় শীতার্ত দিন। শীত এলেই বর্ধমান মেতে ওঠে আনন্দসমাগমে, তা বইমেলা হোক বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে। অনেক মানুষ কল্যাণ ভট্টাচার্যের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষায় থাকত, তিনি আসবেন প্রাণখুলে হাসবেন, অন্যের খবরাখবর নেবেন। বর্ধমান বইমেলা তেমনই এক আয়োজন। ১৮ তারিখ বইমেলায় ঘুরলেন, গান শুনলেন বেশ রাত পর্যন্ত। তারপর রাত গভীর হলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। কথা তো এমন ছিল না, আরও কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ ছিল আমাদের। অবশ্য বুঝিয়েও দিতেন সময় আসন্ন। দুদিন আগে আর দুদিন পরে কী এসে যায়—এ কথা তাঁর কাছে শুনেছি বহুবার।

মানুষকে ভালোবাসার চাইতেও ক্ষমা করা বড় শক্ত কাজ, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষের উপর অপার। স্বচ্ছ জলের মতো মন ছিল। যে মানুষ দুঃখ দিয়ে গেল সে কখনও কাছে এলে দু-হাত বাড়িয়ে দিতেন। রাগ পুষে রাখতেন না। মৃত্যুর আগের কয়েকমাস নীরবে বসে কী যে ভাবতেন। পাশাপাশি বসে আছি অথচ কোনো কথা নেই। কবি সুব্রত চক্রবর্তীর মৃত্যুর সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বেশ কয়েকবার তাঁর মুখে শুনেছি। মহিষাদলে কবির সঙ্গে আড্ডা। বেতন কমের কষ্টের দিনগুলির কথা। উদ্বাস্তু হয়ে আলিপুর দুয়ারে দিনগুলির স্মরণ। এমনই নানা কাহিনি গেঁথে এ কথাই মনে হয় বড় সংগ্রামবহুল জীবন কাটিয়েও জ্ঞানে উর্মিমালার মধ্যে দিয়ে এই মানুষটি সারাজীবন প্রশান্ত আবহের মধ্যে থাকতেই ভালোবাসতেন।

কোনো বিষয়ে ভিন্নমত তুলে ধরলেও কোনোদিন রাগ করতে দেখিনি। শাণিত যুক্তি দিয়ে নিজের মতকে জোরদার করে চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন আজীবন। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছিল। মানুষের ভিতরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। মানুষের ভিতরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। মানুষের যন্ত্রণা জেনে তাঁকে বেদনার্ত হয়ে পড়তে দেখতাম মাঝে মাঝে।

সরল ছিলেন, জীবনের নানা ঘটনাকে গোপন করতেন না। রসিক মনের প্রকাশ ঘটত যখন বিচিত্র ঘটনা, নানা উদ্ধৃতি তুলে ধরে আলোচনা করতেন। তাঁর রসিকমনের প্রকাশ বেশি ঘটত যখন তুষারবাবু আসতেন। তুষারবাবু তাঁর সমবয়সী, বাল্যবন্ধু, একসাথে অনেকদিন কাটিয়েছেন আলিপুরদুয়ার আর কলকাতায়। তুষারবাবু অর্থনীতির অধ্যাপক। দুই বন্ধুর খুনসুটি, কলকাতার মেসের নানা মজার ঘটনা যখন শুনতাম, তখন তাঁর অভিব্যক্তি হয়ে উঠতো বালকের মতো। দুজনাই থ্রিলার পড়তে ভালোবাসতেন। অনেক মোটা মোটা থ্রিলার কিনতেন, তুষারবাবু নিতেন পড়ার জন্য।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'মেড ফর

ইচ আদার', এমনই ছিল তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। সুখে-দুঃখে কাটানো তাঁদের জীবনের নানা কাহিনি শুনেছি। দেখেছি দুজনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা, দায়িত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক অনিন্দ্যসুন্দর নিবিড়তা। কে আগে চলে যাবেন, তিনি আগে চলে গেলে স্ত্রীর কত কষ্ট হবে এই নিয়ে মাঝেমাঝে বলতেন। আমি কখনো কখনো বলতাম, যত দিন যাচ্ছে আপনাদের প্রেম ঘনীভূত হচ্ছে। কিছু বলতেন না, হাসতেন। মেয়েদের আধুনিকতা, স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর চিন্তার বৈভব ছিল সত্যই দেখবার মতো। এমন আধুনিক মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা ঘটনার প্রতি তাঁর অমিত বিস্ময়ের কথা মাঝেমাঝে বলতেন। ফুলের এত সুন্দর রঙ কী করে হয় এমন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতেন। বলতেন, মৃত্যুর পর কী কেউ জানে না। কখনো এমনও বলতেন, তুমি আমি যে বসে আছি এটা তো স্বপ্নও হতে পারে। আমি বলতাম, নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচবেন, উনি বলতেন, তোমাকে আমি মিথ্যে প্রমাণ করে ছাড়ব। তাই করলেন শেষ পর্যন্ত।

তাঁর কাছে খুব যেতাম। কী জানি কেন তিনি আমাকে এত পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন। ক'দিন না গেলে ফোন করে বলতেন—কী পঙ্কজ, সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, তোমরা সবাই ভালো আছো তো। তিনিই একমাত্র মানুষ ছিলেন যিনি আমার ও পরিবারের সকলের খবরাখবর নিয়মিত নিতেন। ১৭ তারিখ সকালে ফোন করেছিলেন যাওয়ার জন্য, সন্ধেতেও ফোন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম আগামীকাল যাব। যখন গেলাম তখন তিনি জাগতিক সব কিছুর ঊর্ধ্বে, বিছানায় শায়িত। আমাকে ভালোবাসার মানুষ তারাদের দেশে চলে গেলেন।

ঘন কুয়াশায় ফুল পচে বিপাকে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ ডিসেম্বর : বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না। করোনা আবহে লকডাউন উঠে যাওয়ার পর পুরোদমে কাজ শুরু করে পূর্বস্থলীর মরশুমি ফুলের নার্সারিগুলি। ট্রেনও প্রায় পুরোদমে চলাচল শুরু করেছে। কম হলেও ফুল গাছ কিনতে কিছু কিছু খরিদ্দার আসছেন। কিন্তু লাগাতার ঘন কুয়াশায় এলাকা ঢাকা থাকায় গাছের ফুল পচতে শুরু করেছে। এই এলাকায় দেড় শতাধিক ফুলের নার্সারি গড়ে উঠেছে এবং এই বিকল্প ভাবনায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু সেই বিকল্প ভাবনায়ও বর্তমান পরিস্থিতিতে চরম অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে।

আপনজনের পাশে নিকটজনরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ ডিসেম্বর : আপনজনের আপনজন হয়ে পাশে দাঁড়ালেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা। আজ শ্রমজীবী মানুষের রান্নাঘর সচল রাখার জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা দান করেন। এ.বি.পি.টি.এ-র কালনা উত্তর চক্রের সম্পাদক রাজকুমার মাজিলা কর্তৃপক্ষের হাতে টাকা তুলে দেন। উল্লেখ্য আপনজন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য দুপুরের রান্না করা খাবার বিলি করতে শুরু করে ২ নভেম্বর থেকে। কিন্তু মাঝে কিছুদিন এই রান্নাঘর বন্ধ থাকলেও আপনজনের আপনজন হয়ে ওঠা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ফলে কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পর্যায়ের রান্নাঘর শুরু করে ২ ডিসেম্বর। আজও সেই রান্নাঘর স্বমহিমায় চলছে।

পাশে দাঁড়ালেন বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী সুতপা মল্লিক। তিনি ৯ ডিসেম্বর কালনা শহরের ভাদুড়ী পাড়ায় এসে আপনজনের পাশে দাঁড়ান। কালনা আদালতের প্রখ্যাত আইনজীবী তাঁর বাবা প্রয়াত অমিয় মল্লিকের স্মরণে দশ হাজার টাকা দান করেন। টাকাটা এদিন তিনি মহিলা নেত্রী অঞ্জু করের হাতে তুলে দেন।

বিমল দাস-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ ডিসেম্বর, বর্ধমান : বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও আজীবন বামপন্থী বিমল দাস-এর স্মরণসভা আজ ৫ নং ইছলাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সভাটি আয়োজন করেছিলেন তাঁর পরিবার, পরিজনেরা। কিন্তু স্মরণসভাটি জনসভার রূপ নেয়। স্মৃতিচারণ করেন প্রাক্তন উপপৌরপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, প্রাক্তন কাউন্সিলার অধিক্রম সান্যাল, পরেশ সরকার, গৌতম সরকার, প্রাক্তন তথ্য অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার, সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী, কে. আবেদিন, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, গাছমাস্টার অরূপ চৌধুরী, স্কাউট সংগঠক জীতেন চৌধুরী প্রমুখ। এলাকার দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র ও নৈশ আহার বিতরণ করা হয়। তার সঙ্গেই উপস্থিত সকলকে একটি ফুল গাছের চারা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী।

কেন্দ্রের কৃষি আইন?

—প্রথম পাতার পর

আদানি ফার্ম-পিক লিমিটেড
রিলায়েন্স ফুড প্রসেসিং সলিউসনস লিমিটেড
রিলায়েন্স সাপ্লাই টেইনস লিমিটেড
রিলায়েন্স নিউট্রিসনাল ফুড প্রসেসরস প্রাইভেট লিমিটেড
রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ল্যান্ড এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ৮ হাজার ৮৪৮.৮৬ মিটার। ৮ ডিসেম্বর ২০২০। ২. নেপাল ডাকে 'সাগর মাথা' আর চীনের তিব্বতের দেওয়া নাম 'মাউন্ট চোমোলাংমা'। ৩. ১৯৫৪ সালে ভারতের রাধানাথ শিকদার। ৮৮৪৮ মিটার। ৪. ব্রিটেনে, ৮ ডিসেম্বর, ২০২০, ৯০ বছর বয়সের ব্রিটিশ মহিলা মার্গরেট কিনান। তুর্কি বংশোদ্ভূত ডাক্তার উগুর শাহিন ও তাঁর স্ত্রী ডাক্তার ওজলমে তুরেসি, ফাইজার বায়নটেক যৌথ উদ্যোগ। বায়নটেক সংস্থা, জার্মানিতে। ৫. আর্জেন্টিনা, ৮.১২.২০২০। ৬. ১৯০১ সালের ১০ ডিসেম্বর। শান্তি, চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং সাহিত্য। ৭. ১৯৬৯ সাল থেকে, ব্যাঙ্ক অব সুইডেন। ৮. ১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ৯. ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর, ব্রিটেনের চ্যাজ ডি অ্যাফেয়র মিঃ ক্রাইভ। ১০. সাহিত্যিক নেলী সাচেস (১৯৬৬তে পান), চিকিৎসক হাইয়ার্ড মার্টিন টেমিন (১৯৭৫)। ১১. ১৯৫১ সালের ১০ ডিসেম্বর। ৭৩ দিন ধরে সুকুমার সেন। ১২) ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি Sk. Nasiruddin পিতা Sk. Abdul Motin গ্রাম মনসাডাঙ্গা পোঃ ও থানা জামালপুর জেলা পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২০ এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sk. Nasiruddin যা আমার ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, জন্ম শংসাপত্র ও আধার কার্ডে উল্লেখিত আছে কিন্তু আমার পাসপোর্ট নং G5428031-তে Sk. Nasiruddin-এর বদলে Md. Nasiruddin লেখা হয়েছে। Sk. Nasiruddin ও Md. Nasiruddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

☐ আমি সোমেশনাথ ঘোষ পিতা প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ গ্রাম-কাঁকনাইল পোঃ ছাতনী থানা-পূর্বস্থলী জেলা- পূর্ব বর্ধমান ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কাটোয়া মহকুমা এক্সিকিউডিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সোমেশনাথ ঘোষ যা আমার ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত আছে কিন্তু জমির পর্চায় 'কাঁকনাইল মৌজা জে.এল. নং ০১৮ খতিয়ান নং ১৯৫-তে আমার নাম ভুলবশ তেঁতুল চন্দ্র ঘোষ পিতা প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। সোমেশনাথ ঘোষ পিতা প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও তেঁতুলচন্দ্র ঘোষ পিতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

রাইস মিলের দেয়াল চাপায় মৃত দুই, জখম ৪ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ ডিসেম্বর : রাইস মিলের গুদামে চালের বস্তা সরানোর সময় দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। জখম হয়েছেন আরো ৪ শ্রমিক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১১ ডিসেম্বর রাত ৯ নাগাদ, মেমারি থানার অন্তর্গত মণ্ডল গ্রামের কৃষক বন্ধু জগৎ গৌরী নামে একটি রাইস মিলে। এলাকার মানুষ, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। পরে জেসিবি মেসিন এনে ভাঙ্গা দেয়াল সরিয়ে ছয় শ্রমিক কে উদ্ধার করে বর্ধমান সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই জন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম ৪ চার শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে।

সিভিকদের বেঁধে রেখে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ ডিসেম্বর : ঠাণ্ডা কুয়াশায় ঢাকা আজ রাতে ভয়াবহ ডাকাতি হয় কালনা-২ ব্লকের নেপাকুল বাজারে। রাতে পাহারারত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর করে বেঁধে রেখে ডাকাতরা তাদের অভিযান চালায়। সুজিত নন্দী নামের জুয়েলারি ব্যবসায়ীর দোকানের শাটার ভেঙে লোহার সিন্দুক বাইরে বের করে নিয়ে যায়। কিছুটা দূরে সিন্দুকগুলো ভাঙ্গে। কালনা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

দাবিতে পথে নামল যুবরা

—প্রথম পাতার পর

পরিণত করেছে। যুবরা এই প্রকল্পকে বুক দিয়ে আগলাবে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, ক্ষমতায় এসেই দিদিমণি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, শালবনি সহ একাধিক প্রকল্প শেষ করেছে। এস.এস.সি, প্রাইমারি সহ সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। বেকার যুবকরা এক চরম যন্ত্রণার শিকার। দিদি দশ বছর পর দুয়ারে সরকার এনেছেন। আমরা ওনার দুয়ারে গিয়েছিলাম। পুলিশ লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার, জেলা সভাপতি ও সভার সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস।

কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরে জেলাতে মানুষ আশায় আশায় বুক বেঁধেছিল। তৎকালীন সময়ে বর্ধমান-কাটোয়া রেললাইন ব্রডগেজে রুপান্তরিত করার কাজ শুরু হয় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পর জন্য রানিগঞ্জ থেকে কয়লা আনতে। তৃণমূল সেই সময়ে জমি আন্দোলনের নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। মানুষ জেলার কৃষি এলাকায় একমাত্র শিল্প হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় জমি দান করেন। এখন মানুষ বুঝতে পারছে কে শিল্প চায় আর কে চায় না। জেলার মানুষ প্রকল্পকে গড়ে তুলতে বড়সড় আন্দোলন চাইছেন।

২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর নোবেল কমিটি যাঁদের নোবেল পুরস্কার দিলেন

বিষয়	ছবি	নোবেল জয়ীর নাম জন্ম এবং কোথায় বাড়ি	কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য পুরস্কার
শান্তি (Peace)		**বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, রাষ্ট্রসংঘ, স্থাপিত ১৯৬৩**	"ক্ষুধাকে ব্যবহার করা হয় যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে। হিংসা-দীর্ণ এলাকায় শান্তি ফেরানোর জন্য নিরলস কাজ করে চলেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)। তাদের সেই সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিতেই এই পুরস্কার।"
সাহিত্য (Literature)		**লুইস এলিসারেথ গ্লুক** জন্ম ২২.৪.১৯৪৩ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	"তাঁর অনর্থক কাব্যিক কণ্ঠের জন্য ভূষিত করা হয়েছিল যা কঠোর সৌন্দর্যে ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে সর্বজনীন করে তোলে।"
চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine)		**হার্ভে জে অল্টার** (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম ১২.৯.১৯৩৫	"হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস আবিষ্কারের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার।"
		মাইকেল হোগটন (গ্রেটব্রিটেন) জন্ম ১৯৪৯	
		চার্লস এম রাইস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম ২৫.০৮.১৯৫২	
পদার্থবিদ্যা (Physics)		**রজার পেনরোজ** (গ্রেট ব্রিটেন) জন্ম : ৮.৮.১৯৩১	"কৃষ্ণগহ্বরের গঠন নিয়ে বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের আবিষ্কার সাধারণ তত্ত্বের আগেকার অনুমানকেই জোরালো করার স্বীকৃতিতে।"
		আন্দ্রিয়া এম গেজ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম : ১৬.৬.১৯৬৫	"মহাজগতের অন্যতম বিস্ময় কৃষ্ণগহ্বর। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দুতেই একটা বিশালাকার অখণ্ড বস্তু হল এই কৃষ্ণগহ্বর। মহাকাশের এই অন্ধকারময় দিকটায় আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন এই বিজ্ঞানীরা।"
		রেইনহার্ড জেন জেল (জার্মানি) জন্ম : ২৪.৩.১৯৫২	
রসায়নবিদ্যা (Chemistry)		**ইমানুয়েল চার্পেনিয়র** (ফ্রান্স) জন্ম : ১১.১২.১৯৬৮	"ডি.এন.এ বা জিনোম সম্পাদনার জন্য একটি পদ্ধতি বিকাশের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার।"
		জেনিফার এ দৌদনা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম : ১৯.২.১৯৬৪	
অর্থনীতি (Economics)	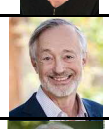	**অধ্যাপক পল মিলগ্রোম** (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম : ২০.৪.১৯৪৮	"নিলাম তত্ত্বের চিরাচরিত প্রথার উপর গবেষণা করে ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে অন্বেষণ করেন এবং নিলাম তত্ত্বের উন্নতি এবং নতুন নিলাম ফর্মাট আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার।"
		অধ্যাপক রবার্ট বি উইলসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন্ম : ১৬.৫.১৯৩৭	

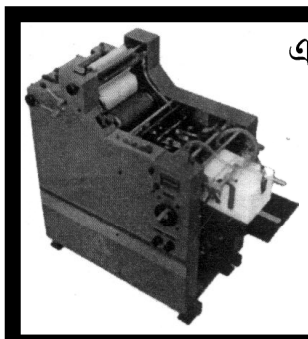

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

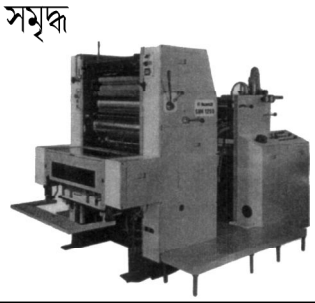

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা